কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 06 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৮...

বন্যা পরিস্থিতির অবনতি

৩০০ স্কুলে পাঠদান বন্ধ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

জামালপুর, গাইবান্ধা, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। এ চার জেলায় বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে জামালপুরে ভাঙনে ইসলামপুরের শীলদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যমুনা নদীর গর্ভে বিলীন হয়েছে। আরো ১৭টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে বন্যাকবলিত এলাকায় কয়েক লাখ মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। খাবার ও ওষুধ সংকটে তারা অসহায় জীবন যাপন করছে। অনেক স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগব্যবস্থা। ফসলি জমি পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে কৃষকরা। বিস্তারিত আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

৩০০ স্কুলে পাঠদান বন্ধ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। জেলার সাতটি উপজেলার ৬৮টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪৯টি প্লাবিত হয়ে দুই লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি রয়েছে। জেলার মাদারগঞ্জ, মাহমুদপুর, উলিয়া, ওঠাইল ও কুলকান্দি এলাকার সঙ্গে জেলা শহরের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জেলার ১২ হাজার ৯৬৩ হেক্টর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসলামপুরের শীলদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যমুনার গর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে এবং বন্যায় আরে ১৭টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি বিপৎসীমার ৪০ সেন্টিমিটার ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপৎসীমার ৩৮ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জেলার ৯টি উপজেলার ৬০টি ইউনিয়নের তিন শতাধিক গ্রামের আড়াই লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। প্লাবিত হয়েছে আরো নতুন নতুন এলাকা। জেলার দুই শতাধিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিমজ্জিত হওয়ায় পাঠদান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

রাজবাড়ীর কালুখালীর রতনদিয়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রামের মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। নদীতীরবর্তী ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্যার পানি উঠে পড়েছে। এর মধ্যে কালুখালী উপজেলায় ছয়টি, পাংশায় দুটি ও গোয়ালন্দে তিনটি। ফলে স্কুলগুলোতে পাঠদান বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে সমাপনী পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে কিছু স্কুলের শিক্ষার্থীদের অন্যত্র ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

গাইবান্ধায় ভারি বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা ঢলে ঘাঘট, ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া নদীর পানি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির তৃতীয় দফায় আবারও মারাত্মক অবনতি হয়েছে। শনিবার ব্রহ্মপুত্রের পানি ১২ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে এখন বিপৎসীমার ৪৮ সেন্টিমিটার এবং ঘাঘট নদীর পানি ১ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৫৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে করতোয়ার পানি ২০ সেন্টিমিটার ও তিস্তার পানি ২৪ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে।